সাজানো নাটক ও যুক্তির নাটকীয়তা

জয়নাল আবেদীন

অফিসের দিনে দুপুরে খাবার সময় খুব দ্রুত একবার বাংলা পত্রিকার হেডিং গুলোয় চোখ বুলিয়ে নেয়া এখন কিছুটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। দলীয় সীমাহীন পক্ষপাতদুষ্ট অনেক দৈনিক পত্রিকার ভীড়ে যে দু'একটা পত্রিকাকে কিছুটা নিরপেক্ষ বলে মনে হয়, তার মধ্যে প্রথম আলো একটা । তাই দৈনিক খবরের জন্য সাধারণতঃ ঐ পত্রিকাগুলোতেই দ্রুত একবার চোখ বুলাই। অভ্যাস বসে মার্চের ২ তারিখ বৃহস্পতিবার প্রথম আলো পত্রিকা খুলেই শায়েখ আব্দুর রহমানের সূর্যদীঘল বাড়ী ঘেরাও-এর ছবি দেখে চমকে উঠি। পুরো ঘটনাটা পুরোপুরি পড়ার আগেই প্রথম পৃষ্ঠার ছবিদুটো ক্যাপ্সানসহ 'কাট এন্ড পেষ্ট করে' সম্প্রতি আমার কাছে আসা একটা গ্রুপ ই-মেলের উত্তর হিসেবে সবার কাছে পাঠিয়ে দেই। নিশ্চিতঃ বিশ্বাস ছিল এটা একটা বিরাট খবর এবং লোকজন বড় এবং তাজা খবর হিসেবে নেবে এবং অনেকেই সম্ভবতঃ খুশী হবে।

এক মিনিটের মধ্যে স্থানীয় জনৈক কলামিষ্টের কাছ থেকে একটা চমৎকার উত্তর এল। 'কি অদ্ভুত! কিন্তু সময়পযোগী চোখ-ভুলানো চাতুরালী। আমরা অবশ্যই এর নীল-নক্শাকারীদের কৃতিত্ব স্বীকার করবো!' কিছুটা চমক, অনেকটা অনভিপ্রেত। বুঝলাম কোথাও একটা সমস্যা আছে কিন্ত সমস্যাটা যে ঠিক কি, তখন ও বুঝতে পারছিনা। সমস্যার কিছুটা সমাধান করে দিল রফিক ভাই। তিনি ফিরতি একটা ই-মেইলে লিখলেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা আপনি 'সময়পযোগী চোখ-ভুলানো' ও 'নীল-নক্শাকারী বলতে কি বুঝাচ্ছেন। আপনি কি আমাকে অনুগ্রপুর্বক একটু বুঝিয়ে বলবেন?" কিন্তু না, প্রতিষ্ঠিত লেখক, এত সহজে উত্তর পাওয়া কি সম্ভব? উত্তর এলো, আমার ব্যাখ্যা আছে, তবে তার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। খুব শীঘ্রই আমার ব্যাখ্যা একটা লেখা হিসেবে প্রকাশিত হবে, আন্তর্জালে নজর রাখুন।

কিন্তু তখনতো আমার তর সয় না! ঝামেলাটা কোথায় জানার জন্য উদগ্রীব। সাতমন ঘি কবে জোগাড় হবে আর রাধা কবে নাচবে, তার জন্য প্রতিক্ষা করাতো সম্ভব নয়। সৌভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যে এই কলামিষ্টের বেশ কয়েকটা লেখা স্থানীয় একটি আন্তর্জালে পড়ার সুযোগ হয়েছিল। কোথায় গেলে সমার্থক উত্তর মিলবে কিছুটা আন্দাজ করেই জনকণ্ঠ পত্রিকাটা খুললাম। যা খুঁজছিলাম, পেয়ে গেলাম। যতটুকু আশা করেছিলাম তার চেয়ে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী। খবরের সাথে সাথে চুলচেরা বিশ্লেষন, চমৎকার পরিকল্পনা, সাজানো নাটক ইত্যাদী, ইত্যাদী, ইত্যাদী। এটা নাটক হলে, নিঃসন্দেহে একটা চমৎকার বাস্তবধর্মী নাটক। সময় উপযোগী তো বটেই, সেই সাথে আঙ্গিক, উপস্থাপনা, পরিচালনা, অভিনয় সব মিলিয়ে অপূর্ব। টানটান উত্তেজনা। দর্শক-শ্রোতার আসনে অনেকেই হয়তো চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেছে। এর চেয়ে সফল নাটক আর কি হতে পারে?

বিরাট ক্যানভাসে আঁকা এই নাটকে অভিনয় করেছে সহস্রাধিক র‍্যাব-পুলিশ-বিডিআর সদস্য, সিলেটের জেলা প্রশাসক ফয়সল আলম, র‍্যাবের বোমা ইউনিটের প্রধান ঢাকা থেকে আগত ক্যাপ্টেন সাইদুর, র‍্যাব ব্যাটালেয়ান ৯-এর অধিনায়ক লে. কর্ণেল নূরুল মোমিন, র‍্যাবের মহাপরিচালক, দেশের সমস্ত মিডিয়ার প্রতিনিধি, ছাদের উপর দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার দর্শক। ফ্ল্যাশব্যাকে অভিনয় করেছে দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্টমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, রাজনৈতিক সচিব, কলামিষ্ট, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, ছায়ামন্ত্রী সবাই। অভিনয়ের যথেষ্ট সুযোগ না থাকলেও কেন্দ্রিয় চরিত্রে ছিল শায়েখ আব্দুর রহমান। মোবাইল ফোনের একট কল ট্রেস করে সিলেট শহরের এমসি কলেজের পাশের একটা টাওয়ার থেকে সংযোগ পাওয়ার তথ্য, বড় একটা বৃত্ত থেকে আসতে আসতে বৃত্তকে ছোট করে নিয়ে এসে সূর্যদীঘল বাড়ীর কাছে চেলে আসা, সবই আপতঃ দৃষ্টিতে প্রশংসনীয়। পত্র-পত্রিকায় উপস্থাপিত ছবিগুলোও যথার্থ ভাবমূর্তি তৈরীতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাসের সংযোগ বিছিন্ন, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, দমকল বাহিনীর জলকামান, ড্রিল মেশিন দিয়ে ছাদ ছিদ্র করে অত্যাধুনিক মিনি ভিডিও ক্যামেরা ঢুকিয়ে ভিতরের ছবি সংগ্রহ, ভিতরে পেঁচান তার ও বোমাদৃশ্য এবং তা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা, ভারী অস্ত্রসস্ত্রের সন্নিবেশ, ৩৩ ঘন্টা রুদ্ধশ্বাস অভিযান সবই ছিল বেশ সাবলীল। ফিরতি পথে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদি, নারায়ণগঞ্জ জেলাকে নিরাপত্তা দেয়ার নির্দেশ, মহাসড়কে গাড়ির বহর চলাচলের সময় অন্য যানচলাচল বন্ধ, ১০ টা গাড়ির বহর নিয়ে মহা সমারহে ঢাকার পথে যাত্রা সবই একটা প্রশংসনীয় উপস্থাপন। সাজান নাটক হলে ও দারুণ ভাবে বাস্তবমুখী। সবশেষে ছিল রহমান সাহেবের আত্মসমর্পনের দৃশ্য।

দ্বিতীয় পর্বে শেষ অধ্যায়ের প্রধান আকর্ষন ছিল সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইয়ের গ্রেফতার। শেষ অঙ্কে যাওয়ার আগের সাধারণ পর্বটাও যথার্থ বুদ্ধি মত্তায় সাজানো হয়েছিল বলতে হবে। এক পর্যায়ে বাংলা ভাইয়ের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য পেয়ে শুক্রবার রাতে র‍্যাব নাটোরের শিবগঞ্জের তিনটি স্পটে এবং নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে শাড়াশি অভিযান চালায়। পাওয়া যায়নি বাংলা ভাইকে। পরবর্তীতে চারদিনের মাথায় অন্য একটা তথ্যের ভিত্তিতে বাংলা ভাইয়ের খোঁজে ময়মনসিংহ শহরে হানা দিলে বাংলা ভাইয়ের স্ত্রী এবং শিশু পুত্রকে পাওয়া গেল কিন্তু গুরু তখন ময়মনসিংহের অজ পাড়াগাঁ হরিরামপুর-এ অবস্থান করছেন পরিবার পরিজন ছাড়া। অবশেষে সোয়া দুই ঘন্টার সন্মুখ সমরে পুরো বাড়ীঘর ধুলিস্মাৎ করে, একজন র‍্যাব কর্মীকে গুলিতে আহত করে, নিজে বোমার আঘাতে মৃত প্রায় হয়ে ধরা দেন দূর্ধর্ষ জঙ্গী নেতা সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই। নাটকে উত্তেজনা ছিল শ্বাসরুদ্ধকর, টানটান। নিঃসন্দেতে এটাও একটা চমৎকার উপস্থাপনা, যদি যথার্থই নাটক হয়ে থাকে।

বিরোধী দলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরীর শায়েখের গ্রেফতার সাজানো প্রমাণ করতে গিয়ে ৩রা মার্চ বলেন, "অনিশ্চিত জীবনের অধিকারী এমন একজন জঙ্গী নেতা কোন আশ্বাসে এমন নিরাপদ অভিজাত বাড়িতে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করছিলেন?" এ প্রসঙ্গে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের আটকের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "আত্মগোপন করে থাকা সাদ্দাম হোসেন পরিবার-পরিজন নিয়ে গ্রেফতার হননি" (জনকণ্ঠ মার্চ-৩)। জনকণ্ঠের শ্রী শংকর কুমার দে-র কাছেও পুরো ঘটনাটা একটা সাজানো নাটক হিসেবে মনে হয়েছে। তার অনেক কারণের মধ্যে তিনিও পরিবার পরিজন নিয়ে শহবেরর বাসায় অবস্থানটা উল্লেখযোগ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি শায়েখ গ্রেফতার যে একটা সাজানো নাটক তার যথার্থতা প্রমানে ৪ঠা মার্চের জনকণ্ঠ পত্রিকায় লিখলেন, "শায়েখ আব্দুর রহমান কি জানেন না যে তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পুরষ্কার ঘোষনা করা হয়েছে? তাহলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে স্ত্রী পুত্র, কন্যাসহ গোটা পরিবার নিয়ে বাড়ি ভাড়া করে আরাম-আয়েশে লুকিয়ে থাকবেন?" সেই একই শ্রী শংকর কুমার দে মাত্র ৪ দিন পর বাংলা ভাইয়ের গ্রেফতারের পর লিখেছেন, একজন শীর্ষ স্থানীয় জঙ্গী যার মাথার দাম ধার্য হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা সে কি করে বউ ছেলে দুরে রেখে নিজে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার হরিরামপুরের মত একট অজ পাড়া গায়ে থাকবে? এক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলা ভাইকে মাঝে-মাঝেই মুক্তাগাছা থেকে মংমনসিংহে যাতায়াত করতে হয়েছে। এতদিনের যাতায়াতেও কেউ তাকে চিনতে পারেনি এটা তার কাছে মোটেই বিশ্বাস যোগ্য মনে হয়নি। শায়েখ নাটকের সমালোচনা লেখার মাত্র চারদিন পরই তার মনে হয়েছে, স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সহ একত্রে থাকাটাই বেশী যুক্তিযুক্ত। পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, বাংলা ভাই স্ত্রী পরিবার নিয়েই ছিলেন এবং পরবর্তীতে নাটকটা অধিক গ্রহণযোগ্য করতে তাকে আলাদা করে অন্য জায়গায় নিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। শ্রী শঃ কুঃ দে আধুনিক জুগের অত্যাধুনিক মানুষ। চিন্তা চেতনায় তিনিই নান্দনিক ভাবেই 'ডাইনামিক'।

অন্যদিকে, স্থানীয় এক কলামিষ্টের লেখা একটি অন্তর্জালে স্থান পেতেও বেশী সময় লাগেনি। বিশেষ প্রতিবেদন হিসেবে সংযোজিত হয়েছে নির্ধারিত সময়ের মনে হয় আগে-আগেই। তাঁর লেখার প্রথম বাক্যটাই হলো, "এই দিনটার প্রতিক্ষায় ছিলাম"। প্রথম লাইনটা পড়ে মনটা একটু খারাপ হলো। অর্থাৎ ব্যাপারটা বুদ্ধিজীবি এবং সমগোত্রীয় বুদ্ধিমানদের আগে থেকেই জানা ছিল। শুধুমাত্র আমরা, যারা সাধারণ আম-জনতা, তারাই ব্যাপরটা এতদিন বুঝতে পারিনি। যুক্তির স্বপক্ষে তিনি বলেছেন, না হলে মান্নান ভুঁইয়ার বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যেই ঘটনা কেমন করে সত্যি সত্যিই ঘটে যায়। বিশেষতঃ মার্কিণ প্রেসিডেন্টের মতো ক্ষমতাধর ব্যক্তি যখন দখিনা-দুয়ারে দন্ডায়মান। তাঁকে 'ইমপ্রেস' করতেই মুলতঃ সঠিক সময়ে এই নাটকের মঞ্চায়ন করা হয়েছে। যুক্তি আছে অবশ্যই, সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়ার প্রশ্নই উঠেনা। সময় বেঁধে দিলেই যে ঘটনা ঘটবে এমন ব্যাপারতো বাংলাদেশে খুব একটা ঘটেনি। আওয়ামীলীগের আব্দুল জলিল কত ঘটা করে ঢাক-ডোল পিটিয়ে ডেট লাইন দিলেন, অত

তারিখে সরকারকে ফেলে দেবেন। হৈহৈ রৈরৈ কান্ড। কই সরাকারতো পড়ে যায়নি। তাহলে এবার সম্ভব হলো কি করে?

সেই কলামিষ্ট প্রশ্ন রেখেছেন, শায়েখ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে কথা বলতে দেয়া হয়নি। কথা বলতে দিলে কি ভাল হতো? এই পর্যায়ের কোন সন্ত্রাসীকে ধরা পড়ার সাথে সাথেই কেউ কি কোনদিন সরাসরি মিডিয়ার সাথে কথা বলতে দেয় বা দিয়েছে? আর শায়েখকে কথা বলতে দিলেই কি সে যা বলতো তা সবাই বিশ্বাস করতো? শায়েখ যদি বলতো, আওয়মীলীগ এবং ভারতের নেপথ্য সহযোগীতায় তারা তাদের এতদিনের কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে, তাহলে কি সেটা বিশ্বাসযোগ্য হতো আওয়ামী সমর্থকদের কাছে? পুরো নাটকটাই যেখানে সাজানো বলছি, সেখানে এমন একটা কথা শায়েখের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেয়া কি সম্ভব ছিলনা ? আসলে নাটকটা পুরোপুরি সাজানো সেটা কলামিষ্ট নিজেও পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না। তিনি চান, শায়েখ বলুক, এবং বলুক যে জোট সরকারের কিছু শক্তিশীলী নেতা-নেত্রী এর সাথে জড়িত। তিনি বিশ্বাস করবেন শুধু তখনই যখন তিনি যা শুনতে চান, শুধু সেই শব্দগুলোই শায়েখের মুখ দিয়ে বার হয়ে আসবে। মজার ব্যাপার হলো, শায়েখ তাকে মদদ দেয়ার ব্যাপারে জোট সরকারের কয়েকজন নেতার ব্যাপারেই ইঙ্গিত দিয়েছে। সাজনো একটা নাটকে এমন একটা অংকের উপস্থাপনা, কেমন একটু বেখাপ্পা মনে হয় না? শায়েখ এবং বাংলা ভাইয়ের গ্রেফতার একটা সাজানো নাটক হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায়না। সেই সাথে এ সম্ভাবনা ও আছে যে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার এটা একটা যথার্থ সফলতা। শেষোক্ত সম্ভাবনাটাই যদি সত্যি হয় (নির্বাচনের এই দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে) তখন এই সফলতাকে মেনে নেয়া কি আওয়ামীলীগ বা সমর্থকদের পক্ষে সম্ভব?

জোট সরকারের আমলে বিদ্যুত ও সারের ঘাটতি, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিসহ নানাবিধ সমস্যা অস্বিকার করার উপায় নেই। তারপরেও মনে হয় এই সরকার আবারো ক্ষমতায় ফিরো আসতে পারে। তার একটা বড় কারণ, সন্ত্রাস দমন, র‍্যাব, জনগণের নিরাপত্তা। বহু বছরের প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে ঢাকা শহরের অনেক জায়গাতেই মানুষ এখন রাত দশটার পরে ও রিক্সায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর সাহস ফিরে পেয়েছে। পকেটভর্তি টাকা নিয়ে মধ্যরাতেও গত-দুবছর ঈদের বাজার করে প্রতিটি ব্যাক্তি অক্ষত ও নিরাপদে ঘরে ফিরেছে। প্রবাসের নিরাপদ জীবনে বসে এর যথার্থ মূল্যায়ন ক্ষানিকটা কষ্টেরই হওয়ার কথা। এই সরকার তার মেয়াদকালের প্রায় শেষ সীমানায় আজ দাঁড়িয়ে। এই সময় এসে সন্ত্রাস দমনের এই আন্তরিকতা এবং সাফল্য, সামনের নির্বাচণে একটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখারই কথা। সেই সাথে যদি জনগণের মনে পড়ে যায়, এমনি বিদায়ী দিনের বিগত সরকার প্রধানের গণ-ভবনের মতো জাতীয় সম্পত্তি কুক্ষিগত করার পাঁয়তারার কথা, সরকারী কোষাগারের লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নিজের এবং নিজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিল পাশ করার কথা, তবে জোট সরকারের ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনাকে কি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে? তাইতো আমার মনে হয় জোট সরকারের জন্য উদ্ধারের আর কোন পথ খোলা নেই, কথাটা মোটেই সঠিক নয়। এখনও হয়তো তাদের সামনে অনেকটা পথই খোলা আছে।

সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য এক সময় উপমহাদেশে অনেকেই বাড়ীর সীমানায় রক্ষা-কবচ প্রথিত করে রাখতো। সেই কলামিষ্ট অত্যন্ত বিচক্ষণতায় সেই রক্ষা-কবচ পুঁতেছেন নিজের সীমানায়। বলেছেন, "আমি খুব অবাক হবো না, যদি দেখি কয়েক মাসের মধ্যে আব্দুর রহমান দেশব্যাপী এযাবতকালে পরিচালিত সকল বোমা হামলার জন্য আওয়ামীলীগ ও একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে জড়িয়ে কোন স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে।" ঘটনা যদি সত্যি তেমন হয়, তখনতো আর সেটা বিশ্বাস করার কোন কারণই থাকে না। প্রশ্ন হলো, এতো কিছু করার পর, শেষ রক্ষা হবে তো?

জয়নাল আবেদীন, সিডনী, ১২ই মার্চ, ২০০৬